নতুন বছরে নতুন প্রযুক্তিপণ্য

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

২০১১ সাল থেকে প্রযুক্তিপণ্যের বাজারের স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট পিসি বেশ দাপটের সাথে রাজত্ব করে আসছে। ২০১২ সালে স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট পিসির মধ্যে আরো বেশি ফিচার ও তা আরো শক্তিশালী করে তোলার ব্যাপারে নামকরা কোম্পানিগুলোর মধ্যে বেশ একচোট যুদ্ধ হয়ে গেছে। ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজারে কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না। কেউ দিচ্ছে বেশি ফিচার তো কেউ দিচ্ছে আকর্ষণীয় দামছাড়। কেউ বানাচ্ছে সুন্দর ডিজাইনের ডিভাইস তো, কেউ বানাচ্ছে আরো শক্তিশালী ডিভাইস। প্রযুক্তির বাজার এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে যে প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহারকারীরা এর সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। বাজারের এত পণ্যের ভিড়ে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবেন, তা নিয়ে অনেকে ভুগছেন সিদ্ধান্তহীনতায়। তাদের কথা চিন্তা করে বেশ কিছু ডিভাইস বেঞ্চমার্কিং ওয়েবসাইট বা প্রোডাক্ট কম্পেয়ারিং ওয়েবসাইটের সুবিধা দিচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। সে যাই হোক, আজকে আমাদের মূল আলোচনা হচ্ছে নতুন বছরে নতুন কী প্রযুক্তিপণ্য বাজারে আসবে। নতুন বছরে বেশ কিছু পণ্য আসতে যাচ্ছে, যার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। নতুন বছরে আসা মোবাইল ও ট্যাবের আধিক্য বলে দেয় ২০১১ সালে শুরু হওয়া স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট পিসির রাজত্ব এখনো কায়েম আছে।

মাইক্রোসফট সারফেস ফোন

অপারেটিং সিস্টেম, গেমিং কনসোল, গেম ও ট্যাবলেট পিসির জগতে সফল বিচরণের পর মাইক্রোসফটের নজর পড়েছে মোবাইল ফোনের

দুনিয়ায়। উইন্ডোজ ৮-এর ওপর ভিত্তি করে বানানো হবে সারফেস ফোন। অ্যাপলের সাথে দারুণ টেক্কা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে মাইক্রোসফট, মাইক্রোসফটের গতিবিধি তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফক্সকনের ওপর দায়িত্ব পড়েছে সারফেস ফোন বানানোর।

ব্ল্যাকবেরি ১০ স্মার্টফোন

স্মার্টফোনের দুনিয়ায় আরেক অবিস্মরণীয় নাম হচ্ছে ব্ল্যাকবেরি। সবাই যখন নতুন নতুন স্মার্টফোন বের করে ক্রেতাদের চমকে দিচ্ছে, তখন এ বিখ্যাত মোবাইল নির্মাতা কোম্পানির হাত গুটিয়ে বসে থাকার প্রশ্নই আসে না। ব্ল্যাকবেরি নতুন বছরে প্রথম দিকেই উপহার দিতে যাচ্ছে ফুল টাচস্ক্রিন ব্ল্যাকবেরি ১০ স্মার্টফোন। ব্ল্যাকবেরি ১০ হচ্ছে ব্ল্যাকবেরি মোবাইলের জন্য বানানো নতুন অপারেটিং সিস্টেম। জানুয়ারিতে এ অপারেটিং সিস্টেম

অবমুক্ত হবে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই ব্ল্যাকবেরি বানানো শুরু করবে তাদের নতুন স্মার্টফোন। নতুন এ অপারেটিং নিয়ে ব্ল্যাকবেরি বেশ আশাবাদী। অ্যান্ড্রয়েডের সাথে টেক্কা দেয়ার মতো করে তাদের নতুন অপারেটিং সিস্টেমকে বানানো হয়েছে। এ অপারেটিং সিস্টেম বানাতে সি, সি++, এইচটিএমএল৫ ও অ্যাডোবি এয়ার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়েছে। আভাস পাওয়া গেছে, প্রথম ব্ল্যাকবেরি ১০ অপারেটিং সিস্টেমে চালিত স্মার্টফোনটির নাম হবে অ্যারিস্টো (গ্রিক শব্দ, যার অর্থ সেরা)। অ্যারিস্টোর স্পেসিফিকেশনের মধ্যে রয়েছে– কোয়ালকম ১.৫ গিগাহার্টজ কোয়াড কোর প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ৪.৬৫ ইঞ্চি ওএলইডি ডিসপ্লে, ব্লুটুথ ৪.০, মাইক্রোএইচডিএমআই, ওয়াইফাই, মাইক্রোইউএসবি, ৪জি সাপোর্ট, ২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা, ৮ মেগাপিক্সেল রেয়ার ক্যামেরা, ফুল এইচডি ভিডিও রেকর্ডিং, ১৬ ইন্টারনাল স্টোরেজ ও ২৮০০ মিলি-অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি।

আইপ্যাড ৫

গুজব নাকি সত্যি, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও আন্দাজ করা হচ্ছে, আইপ্যাড ৫ বের হতে পারে আগামী মার্চের দিকে। নতুন ভার্সন বানানোর কাজ শুরু হয়েছে গত বছরের ডিসেম্বর থেকেই। এটি আইপ্যাড ৪-এর চেয়ে আরো হালকা-পাতলা ও শক্তিশালী হবে বলে অ্যাপল জানিয়েছে। আইপ্যাড ৫-এর ফিয়ার ও স্পেসিফিকেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। আইপ্যাড মিনি ভার্সনও বের হওয়ার কথা এ বছর, যাতে থাকবে রেটিনা ডিসপ্লে।

গিগাবিট ওয়াইফাই

আমরা অনেকেই ওয়াইফাই শব্দটির সাথে পরিচিত। কিন্তু অনেকেই এর অর্থ জানেন না। ওয়াইফাই হচ্ছে ওয়্যারলেস ফিডেলিটির সংক্ষিপ্ত রূপ। তারবিহীন এ জনপ্রিয় দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক কানেকশনের গতি আরো বাড়িয়ে তাকে নতুনরূপে তুলে ধরা হচ্ছে নতুন বছরে। ওয়াইফাই টার্মটিকে

ট্রেডমার্ক করা হচ্ছে আইইইই ৮০২.১১এক্স হিসেবে। এক্সের জায়গায় ছোট হাতের এ, বি, সি দিয়ে এর ভার্সন ও ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়। আইইইই-র বড় রূপ হচ্ছে ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স। আরো উন্নত ও দ্রুতগতির এ নতুন ওয়্যারলেস কানেকশনের নাম দেয়া হয়েছে গিগাবিট ওয়াইফাই, যার স্ট্যান্ডার্ড নাম হচ্ছে আইইইই ৮০২.১১এসি। আগের তুলনায় এটি তিনগুণ বেশি গতিতে কাজ করতে পারবে। সিঙ্গেল স্ট্রিমে ১৫০ এমবিপিএসের জায়গায় এটি পাবে ৪৫০ এমবিপিএস। একইভাবে ডুয়াল ও ট্রিপল স্ট্রিমে পাবে যথাক্রমে ৯০০ এমবিপিএস ও ১.৩ গিগাহার্টজ। এটি ২.৪ গিগাহার্টজের আগের ওয়াইফাই ব্যান্ডের চেয়ে ৮এক্স বেশি চ্যানেল দিতে পারবে, যা ভিডিও স্ট্রিমিং ও গেমিংয়ের জন্য বেশ সুফল বয়ে আনবে। নতুন ওয়াইফাইটির ব্যান্ড হচ্ছে ৫ গিগাহার্টজ। এটি কাজ করবে বিম টেকনোলজিতে, যার ফলে ডেড স্পট পড়বে কম এবং অনেকদূর পর্যন্ত কানেকশন ছড়িয়ে দিতে পারবে।

আইফোন ৬

অনেক জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে বাজারে এসেছিল আইফোন ৫। আইফোন ৫-এর পর এখন সবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আইফোন ৬ কেমন হবে। আদৌ এটির নাম আইফোন ৬ হবে নাকি আইফোন ৫এস হবে, সে ব্যাপারেও অনেক মতভেদ রয়েছে। কেউ বলছেন এটি এ৬এক্স প্রসেসর দিয়ে বানানো হবে, আবার কেউ বলছেন এটি বানানো হবে এ৭ প্রসেসর দিয়ে। এ বছরের জুনের দিকে আইফোনের নতুন সংস্করণ বাজারে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কী লাইম পাই

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের নাম দেয়া হয় সুস্বাদু ডেসার্টের নামের সাথে মিল রেখে। এ পর্যন্ত ৮টি ভার্সন বের হয়েছে অ্যান্ড্রয়েডের। এগুলোর নাম যথাক্রমে– কাপকেক, ডোনাট, ইক্লেয়ার, ফ্রোয়ো, জিঞ্জারব্রেড, হানিকম্ব, আইসক্রিম স্যান্ডউইচ ও জেলিবিন। নতুন অ্যান্ড্রয়েডের ভার্সন হচ্ছে ৫.০, যার নাম 'কী লাইম পাই'। কী লাইম

পাই আমেরিকার ফ্লোরিডার একটি বিখ্যাত পাই, যা কী লাইম জুস, ডিমের কুসুম, কনডেন্সড মিল্কের সমন্বয়ে বানানো হয়। অ্যান্ড্রয়েড ৫.০ মে মাসের দিকে রিলিজ পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আরো উন্নত ব্যাটারি লাইফ, ফরম্যাট সাপোর্ট এবং আরো কিছু নতুন ফিচার থাকবে গুগলের এ নতুন অপারেটিং সিস্টেমে। এলজি তাদের নতুন স্মার্টফোন অপটিমাস জি২-তে নতুন এ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করার ঘোষণা দিয়েছে।

এইচটিসি এম৭

মোবাইল ফোন নির্মাতা কোম্পানিদের মধ্যে আরেক দিকপাল হচ্ছে এইচটিসি। অ্যান্ড্রয়েড

অপারেটিং সিস্টেমে চালিত স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে বেশ ভালো মানের সুযোগ সুবিধা দেয়া এ কোম্পানি মার্চের দিকে বের করতে যাচ্ছে তাদের নতুন স্মার্টফোন, যার নাম এইচটিসি এম৭। এ ফোনে থাকবে ৪.৭ ইঞ্চি হাই ডেফিনিশন ডিসপ্লে, ১৩ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, ফুল এইচডি ভিডিও রেকর্ডিং, ২৩০০ মিলি-অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, বিটস অ্যামপ্লিফায়ার, ৪জি এলটিই, ৩২ গিগাবাইট স্টোরেজ, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, অ্যান্ড্রয়েড জেলি বিন এবং স্ন্যাপড্রাগন এস৪ প্রো ১.৭ গিগাহার্টজের কোয়াড কোর প্রসেসর। ধারণা করা হচ্ছে, এইচটিসি ওয়ানএক্স মডেলের মোবাইলটিকে রিপ্লেস করবে এইচটিসি এম৭।

ম্যাক ওএস এক্স ১০.৯

অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেম ম্যাক ওএস এক্স সিরিজের নামগুলো রাখা হয়েছে বিড়াল গোত্রীয় প্রাণীর নামানুসারে। বেটাসহ এ পর্যন্ত ১০টি ভার্সন বের হয়েছে ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের। এগুলোর নাম যথাক্রমে– কোডিয়াক, চিতা, পুমা, জাগুয়ার, প্যান্থার, টাইগার, লিওপার্ড, স্নো লিওপার্ড, লায়ন ও মাউন্টেন লায়ন। নতুন বছরে যে অপারেটিং সিস্টেমটি অ্যাপল উপহার দিতে যাচ্ছে তার ভার্সন হচ্ছে ১০.৯ এবং এর নাম হচ্ছে লাইনক্স। ধারণা করা হচ্ছে ১০.৯ ভার্সনে যুক্ত করা হবে সিরি ও অ্যাপল ম্যাপ।

অ্যামাজন ফোন

অ্যামাজনের ই-বুক রিডার কিন্ডল দিয়ে দারুণ ব্যবসায় করার পর এ বিশাল কোম্পানি নামতে যাচ্ছে মোবাইল ফোনের জগতে। অ্যামাজনের মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা হবে উইন্ডোজ ৮। এদের যে বিশাল মার্কেটপ্লেস রয়েছে, তাতে করে এরা এদের স্মার্টফোন অনেক সহজেই ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিতে

সক্ষম হবে। মাইক্রোসফটের সারফেস ফোন অ্যামাজন ফোনের কাছে হেরে যেতে পারে– এমনটিই ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। উইন্ডোজ ৮ ভিত্তিক ফোনের মধ্যে মাইক্রোসফট ও অ্যামাজনের মধ্যে বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে যাচ্ছে ২০১৩ সালে। অ্যামাজন ফোনের স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে তেমন ভালো তথ্য পাওয়া যায়নি।

মাইক্রোসফট সারফেস প্রো

মাইক্রোসফট তাদের নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৮ বাজারে ছেড়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অপারেটিং সিস্টেমগুলোর সাথে দারুণ মোকাবেলার পর নজর দেয় ট্যাবলেট পিসির বাজারের দিকে। অ্যাপল, স্যামসাং ইত্যাদি কোম্পানি ট্যাবলেট পিসির বাজার কাঁপাচ্ছে, তাই তাদের দমাতে মাইক্রোসফট বাজারে ছেড়েছে উইন্ডোজ ৮ অপারেটিং সিস্টেমচালিত ট্যাবলেট পিসি সারফেস আরটি। নতুন বছরের জানুয়ারিতে সারফেস ট্যাবলেট পিসির আরেকটি উন্নত ভার্সন বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে মাইক্রোসফট। এর নাম সারফেস প্রো। এটি দেখতে আগের ভার্সনের মতোই হবে, কিন্তু তা কিছুটা বড় আকারের হবে এবং এতে থাকবে উইন্ডোজ ৮-এর ফুল ভার্সন। এটি উইন্ডোজ ৭-এ চলা অ্যাপ্লিকেশনগুলোও সাপোর্ট করবে অনায়াসে। ১৯২০ বাই ১০৮০ পিক্সেল রেজ্যুলেশনের টাচস্ক্রিন ডিসপ্লেতে ইনপুটের জন্য ১০ পয়েন্ট মাল্টিটাচ অপশন ও স্টাইলাস যোগ করা হয়েছে। এতে ব্যবহার করা হবে ইন্টেলের কোরআই ৫ প্রসেসর, যা একে করে তুলবে আরো শক্তিশালী। সারফেস আরটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এআরএম প্রসেসর। সারফেস সিরিজের ট্যাবগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে এর কেসিং বানানো হবে ম্যাগনেশিয়াম দিয়ে, যার নাম দেয়া হয়েছে ভ্যাপরম্যাগ। ম্যাগনেটিক স্ট্রিপের সাহায্যে সারফেস ট্যাবের সাথে যুক্ত করা যাবে টাচ কভার ও টাইপ কভার। এগুলো আলাদা করে কিনে নিতে হবে। খুবই পাতলা এ কভারগুলো ট্যাবের সুরক্ষার পাশাপাশি টাইপ করে বা টাচের মাধ্যমে ইনপুট দেয়ার সুবিধা দেবে। সারফেস ট্যাবের সাথে রয়েছে কিক স্ট্যান্ড, যা দিয়ে ট্যাবকে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে এবং এটি বন্ধ করলে ট্যাবের গায়ে খুব সুন্দরভাবে মিশে যাবে। ১০.৬ ইঞ্চি ডিসপ্লেযুক্ত ট্যাবে ব্যবহার করা হয়েছে মাইক্রোসফটের ক্লিয়ারটাইপ এইচডি ডিসপ্লে এবং গ্রাফিক্স পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স ৪০০০ সিরিজের গ্রাফিক্স চিপসেট। ৬৪ গিগাবাইট ও ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার দুটি মডেল জানুয়ারিতে বাজারে ছাড়া হবে। এগুলোর দাম যথাক্রমে ৮৯৯ ও ৯৯৯ মার্কিন ডলার। ২ পাউন্ড ওজনের সারফেস প্রো ট্যাবের আরও কিছু ফিচারের মধ্যে রয়েছে– গেরিলা গ্লাস ২, ওয়াইফাই, ইউএসবি ৩, ব্লুটুথ ৪, স্টেরিও স্পিকার, মিনি ডিসপ্লে পোর্ট, পেন ইনপুট, অ্যামবিয়েন্ট লাইট সেন্সর, এক্সেলারোমিটার, গাইরোস্কোপ, কম্পাস, মাইক্রোফোন, ৭২০পি ফ্রন্ট ও রেয়ার ক্যামেরা এবং ৪ গিগাবাইট ডুয়াল চ্যানেল র‍্যাম।

স্যামসাং গ্যালাক্সি এস৪

কোরিয়ান কোম্পানি স্যামসাং স্মার্টফোনের জগতে খুব অল্পসময়ে বেশ নাম করে নিয়েছে। নকিয়ার এতদিন ধরে গড়ে তোলা মোবাইলের রাজ্যে হানা দিয়ে খুব সহজেই বাজার দখল করে নিয়েছে স্যামসাং। স্যামসাং স্মার্টফোন সিরিজের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় সিরিজটি হচ্ছে গ্যালাক্সি সিরিজের ফোনগুলো। গ্যালাক্সি এস সাব-সিরিজের ফোনগুলোর মধ্যে বাজারে রয়েছে

গ্যালাক্সি এস৩। এ বছর স্যামসাং বের করতে যাচ্ছে গ্যালাক্সি এস৪, যা এস৩-কে রিপ্লেস করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ ফোনের মডেলের নাম হবে জিটি-আই৯৫০০। এতে থাকবে ১০৮০পি এমোলেড অ্যাডজ টু অ্যাডজ ডিসপ্লে, ২ গিগাহার্টজের কোয়াড কোর প্রসেসর, ১৩ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ও অ্যান্ড্রয়েড ৫.০। গুজব রটেছে এটিই হতে পারে প্রথম স্মার্টফোন, যাতে ব্যবহার করা হবে ৮ কোরের প্রসেসর। এটির প্রসেসর ৮ কোরের না ৪ কোরের হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়নি।

এক্সবক্স ৭২০

গেমিং কনসোলের জগতে মাইক্রোসফটের এক্সবক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে সনির প্লেস্টেশন। এক্সবক্স ৩৬০-এর চেয়ে প্লেস্টেশন ৩ কিছুটা এগিয়ে ছিল। এক্সবক্স কাইনেক্ট বের করার পর প্লেস্টেশনের সাথে তাদের দূরত্ব কিছুটা কমে এসেছে। এ দূরত্ব মিটিয়ে সনিকে টপকে

যাওয়ার জন্য মাইক্রোসফট বের করতে যাচ্ছে এক্সবক্স ৭২০। ধারণা করা হচ্ছে, এটি এক্সবক্স ৩৬০-এর চেয়ে আকারে ছোট এবং আরো শক্তিশালী হবে। সবচেয়ে বড় কথা এটি ৩৬০-এর চেয়ে কম দামে বাজারে ছাড়া হবে। এর দাম ৩০০ ডলারের নিচে থাকতে পারে। মোশন ভিত্তিক গেমের ওপর আরো জোরেশোরে কাজ করবে মাইক্রোসফট, তাই এদের কাইনেক্টের সাপোর্টও উন্নীত করা হচ্ছে। অনেকেই বলছেন এক্সবক্স অপারেট করা হবে উইন্ডোজ ৮ দিয়ে, কিন্তু এ তথ্য কতটুকু সত্য তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এক্সবক্স ৭২০-এ যেসব ফিচার থাকতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে– সাইক্ষ সিস্টেম, উন্নত কুলিং সিস্টেম, ২২-২৮ ন্যানোমিটার চিপ, কোয়াড কোর প্রসেসর, আরো ভালো গ্রাফিক্স চিপসেট, কাইনেক্ট ২.০, অগমেন্টেড রিয়ালিটি গ্লাস, থ্রিডি সাউন্ড, ব্লু-রে, ডিরেক্টএক্স ১১, ক্লাউড গেমিং, নতুন ইউজার ইন্টারফেস ও ৮ গিগাবাইট র‍্যাম।

প্লেস্টেশন ৪

এক্সবক্সের সাথে প্রতিযোগিতায় ভালোমতো টিকে থাকার জন্য সনি বানাচ্ছে তাদের নতুন গেমিং কনসোল প্লেস্টেশন ৪। প্লেস্টেশনে ব্যবহার করা হবে এএমডি এক্স৬৪ সিরিজের সিপিইউ এবং এএমডি গ্রাফিক্স। ধারণা করা হচ্ছে এএমডির এপিইউ ব্যবহার করে বানানো হবে প্লেস্টেশনের প্রসেসিং ইউনিট। এতে আরো

থাকতে পারে ৮-১৬ গিগাবাইট র‍্যাম, ২৫৬ গিগাবাইট স্টোরেজ ড্রাইভ ও ব্লু-রে ড্রাইভ। এতে যুক্ত করা হবে ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি। দেখা যাক, কার গেমিং কনসোল বেশি সাড়া ফেলতে পারে কিনা নতুন বছরে।

অগমেন্টেড রিয়ালিটি গ্লাস

অগমেন্টেড রিয়ালিটি গ্লাস নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করেছে গুগল। কিন্তু এখন আরো কয়েকটি কোম্পানি এ ডিভাইস বানানোর কাজে লেগেছে। অগমেন্টেড রিয়ালিটি গ্লাস এক ধরনের ডিজিটাল চশমা, যা ব্যবহার করে ছবি তোলা, ভিডিও চ্যাট করা এবং জিপিএসের মাধ্যমে সরাসরি পাথ

ডিরেকশন পাওয়া যাবে। আর এসবই হবে চশমার গ্লাসে। এটি ব্যবহারকারীর ভয়েস বা কথার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এ ধরনের গ্লাসের আগে হলিউডি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী টার্মিনেটরে দেখানো হয়েছিল। মাইক্রোসফট অগমেন্টেড রিয়ালিটি গ্লাসের পেটেন্ট করে নিয়েছে, যার ফলে গুগলের প্রজেক্ট গ্লাস কিছুটা চাপের মুখে পড়ে গেছে। মাইক্রোসফট সামনের বছরে বাজারে বিশাল প্রভাব বিস্তার করার পরিকল্পনা করছে। গুগল হয়তো চিন্তাও করতে পারেনি মাইক্রোসফট এভাবে তাদের বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দেবে অগমেন্টেড রিয়ালিটি গ্লাসের পেটেন্ট কিনে।

ফুজিৎসু লাইফবুক ২০১৩

অসাধারণ এক ল্যাপটপ নিয়ে বাজার মাতাতে আসছে ফুজিৎসুর নতুন লাইফবুক ২০১৩। এটি হবে ডিজিটাল ক্যামেরা, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট পিসি ও ল্যাপটপের সমন্বয়ে গঠিত এক বিস্ময়কর পণ্য। ল্যাপটপ থেকে ক্যামেরা, স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট পিসি

আলাদা করে কাজ করা যাবে। ডিভাইসগুলো ল্যাপটপের মধ্যে মাউন্ড করা থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী তা খুলে নেয়া যাবে বা ল্যাপটপে লাগানো থাকা অবস্থায়ই কাজ করবে। ল্যাপটপের কোনো আলাদা কীবোর্ড নেই।

এএমডি স্টিমরোলার

ইন্টেলের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী এএমডি তাদের ৮ কোরের বুলডোজার দিয়ে ইন্টেলের স্যান্ডিব্রিজকে মোক্ষম টেক্কা দিতে পারেনি। এএমডি তাদের বুলডোজার প্রসেসরের চেয়ে শক্তিশালী পাইলড্রাইভার প্রসেসর দিয়ে ইন্টেলের চতুর্থ জেনারেশনের আইভিব্রিজকে টেক্কা দিতে চাচ্ছে। নতুন আসা

হ্যাসওয়েলকে টেক্কা দিতে এএমডি এ বছর মুক্তি দিতে যাচ্ছে স্টিমরোলার নামের নতুন প্রসেসর সিরিজ। পাইলড্রাইভারের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি কার্যকর হবে নতুন এ প্রসেসরগুলো।

নতুন আসা পণ্যগুলো সম্পর্কে তথ্য পুরোপুরি সঠিক, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, একেকজনের কাছে একেক তথ্য পাওয়া যায়। কারো কাছে বেশি তো কারো কাছে কম। সব তথ্য বিশ্লেষণ করে সাজানো হয়েছে এ প্রতিবেদন। তারপরও এতে কিছু ভুলত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। নতুন পণ্য বাজারে আসার আগে বেশ গুজব ছড়িয়ে যায়। তাই তার কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল, তা যাচাই করা বেশ কষ্টকর কাজ। তাই কোনো ভুলত্রুটি হলে সবাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তা দেখবেন, এমনটিই সবার আশা।

ট্যাবলেট পিসিটি ল্যাপটপের মাঝে মাউন্ট করা হলে সেটি কাজ করবে টাচ কীবোর্ড হিসেবে। ল্যাপটপের লিডের মধ্যে আটকানো থাকবে একটি স্লিম ডিজিটাল ক্যামেরা, যা ল্যাপটপের ক্যামেরা হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি খুলে আলাদা করে ছবি তোলা যাবে। স্মার্টফোনটি মেমরি কার্ডের মতো ল্যাপটপের স্লটে ঢুকিয়ে রাখা যাবে এবং চার্জ করা যাবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে ডিভাইসগুলো ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করার জন্য কোনো ক্যাবল কানেকশনের প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে ফুজিৎসু প্রোডাক্টটির

(বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়)

প্রোটোটাইপ তৈরি করে ফেলেছে। এখন এটি কবে নাগাদ বাজারে আসে তার প্রতীক্ষায় অনেকেই প্রতীক্ষমাণ।

দ্য হিরিকো

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ইউরোপ ও আমেরিকার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে রিলিজ করতে যাচ্ছে নতুন ধরনের এক গাড়ি। এ গাড়ি ফোল্ডিং করে বা ভাঁজ করে রাখা যাবে, যা খুব সহজেই ছোট পার্কিং লটে পার্ক করে রাখা যাবে। এতে রয়েছে রোবট হুইল, যার ফলে চালানোর সময় এবং মোড় ঘোরার সময় বেশ দক্ষতার পরিচয় দেবে এ গাড়ি। গাড়ির উইন্ডশিল্ডটিই গাড়ির দরজা। উইন্ডশিল্ডটি ওপরের দিকে খুলে যাবে। ড্রাইভিং হুইলের বা স্টিয়ারিংয়ের পরিবর্তে থাকবে উইন্ডশিল্ডের ওয়াইড স্ক্রিন এলসিডি প্যানেল, যা অনেকটা সায়েন্স ফিকশন মুভিগুলোতে দেখানো ফিউচার কারের মতো। গাড়িটি ব্যাটারিচালিত এবং ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে চলতে সক্ষম। ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যস্ত রাস্তার কথা মাথায় রেখে এ গাড়ি বানানো হয়েছে।

বেন্ডেবল স্মার্টফোন

বেন্ডেবল বা বাঁকানো ও মোচড়ানো সম্ভব এমন স্মার্টফোন বের হওয়ার কথা অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। এ বছর বেন্ডেবল ফোন বের হবে বলে জানা গেছে। স্যামসাং স্কিন নামে স্যামসাং বের করবে তাদের প্রথম বেন্ডেবল স্মার্টফোন। এতে ব্যবহার করা হবে ৪ ইঞ্চি ফ্লেক্সিবল সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, হাই ডেফিনিশন ভিডিও প্লেব্যাক ও রেকর্ডিং সুবিধা, জিপিএস, ১ গিগাহার্টজ প্রসেসর, অগমেন্টেড রিয়ালিটি, অ্যান্ড্রয়েড ফ্লেক্সি, ৮ মেগাপিক্সেল রেয়ার ক্যামেরা ও ভিজিএ ফন্ট ক্যামেরা, ১৬/৩২ গিগাবাইট মেমরি ও ১৫০০ মিলি-অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। স্যামসাংয়ের পাশাপাশি আরো কিছু কোম্পানি বেন্ডেবল ফোন বাজারে আনার চিন্তা করছে।

স্মার্ট ওয়াচ

সিক্সথ জেনারেশন আইপড ন্যানো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আইপ্যাড ডিভাইস, যার আকার মাত্র দেড় ইঞ্চি। এটি ২৪ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে পারে। জনপ্রিয় এ ডিভাইসটি আরো জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে থার্ড পার্টি কিছু কোম্পানি এর সাথে জুড়ে দিচ্ছে বাড়তি সুবিধা। এটি ঘড়ির মতো করে পরার জন্য এতে দেয়া হবে বেল্ট। এটি সেভেনথ জেনারেশন ডিভাইস হিসেবে বাজারে আসবে এ বছরের মাঝামাঝি সময়। শুধু অ্যাপল নয়, আরো কিছু কোম্পানি বের করবে ব্লুটুথ ওয়াচ, যার ফলে কথা বলা আরো সহজ হয়ে উঠবে। ঘড়ির মধ্যেই থাকবে মোবাইল ফোনের সুবিধাসহ আরো অনেক অপশন। এক্ষেত্রে অ্যাপল ওয়াচের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হবে সনির স্মার্ট ওয়াচ।

তোশিবা ৮৪ ইঞ্চি এইচডিটিভি

সনি ব্রাভিয়া, এলজি ও স্যামসাং স্মার্ট টিভির সাথে টেক্কা দেয়ার জন্য তোশিবা উদ্যোগ নিয়েছে ৮৪ ইঞ্চি আকারের হাই রেজ্যুলেশন টিভি বানানোর। এ টিভির রেজ্যুলেশন হবে ৩৮৪০ বাই ২১৬০ এবং এর নাম দেয়া হয়েছে কোয়াড ফুল এইচডি। টিভিটি বেশ ব্যয়বহুল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইন্টেল ফোর্থ জেনারেশন প্রসেসর

ইন্টেল নতুন বছরের জুনের দিকে বাজারে আনতে যাচ্ছে তাদের নতুন চতুর্থ জেনারেশনের প্রসেসর সিরিজ, এর নাম দেয়া হয়েছে হ্যাসওয়েল। হ্যাসওয়েল মাইক্রো-আর্কিটেকচার ২২ ন্যানোমিটারের হবে এবং আইভিব্রিজের চেয়ে আরো উন্নত ও শক্তিশালী হবে। ধারণা করা হচ্ছে এটি ১০ শতাংশ ভালো পারফরম্যান্স দিতে পারবে আইভিব্রিজের তুলনায়। ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটের বেলায় ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হয়েছে হ্যাসওয়েল জিটি৩ চিপসেট ব্যবহার করে। এতে থাকবে ট্রাইগেট ট্রানজিস্টর, ১৪ স্টেজ পাইপ্লাইন, ডুয়াল চ্যানেল ডিডিআর৩, নতুন সকেট টাইপ এলজিএ-১১৫০, ডিরেক্ট থ্রিডি ১১.১ সাপোর্ট, ওপেনজিএল ৪.০ সাপোর্ট ইত্যাদি। হ্যাসওয়েলের পর ইন্টেল ১৪ ন্যানোমিটারের আর্কিটেকচার স্কাইলেক নিয়ে কাজ শুরু করবে, যা আরো বেশি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী হবে। এ সিরিজের প্রসেসরগুলো আগের মতো তিনটি ভাগে বের হবে। এগুলোর মডেলের নাম ৪০০০ দিয়ে শুরু হবে, যেহেতু এটি ফোর্থ জেনারেশন প্রসেসর। ইন্টেল সকেট বদল না করে আগের এলজিএ ১১৫৫ সকেটের ওপর নতুন প্রসেসর বানানো হলে তা আরো ভালো হতো বলে অনেকে মনে করছেন। কজ

ফিডব্যাক : shmt_21@yahoo.com